উপকথা চিরন্তনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমালা ১১

উপকথা চিরন্তনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত উপকথার বই

পুবদেশি উপকথা (তিন খণ্ড)
ফুল ফোটানো মানুষ (জাপানী উপকথা)
কালো মানুষের উপকথা
আফ্রিকী লোককথা লোককবিতা
নাফতালি স্লেসিয়েলদের গল্প
নসরুদ্দিন হোজার গল্পসংগ্রহস্লে

উপকথা চিরন্তনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি

স্বপ্না সেন

শামা

কলকাতা ৯৩

২০২৫

Upakatha Chirantani
by Deviprasad Bandyopadhyaya

Published by Shama Bandopadhyay
SHAMA
80 Gangapuri, Purba Putiary, Kolkata 700093
Mobile 9122333433 / 9903047388

সত্ত্ব: বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় / রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ: স্বপ্না সেন

প্রকাশ মহালয়া, সেপ্টেম্বর ২০২৪

শামা পাবলিকেশনের পক্ষে ৮০ গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা ৯৩
থেকে শামা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোবাইল: ৯১২২৩৩৩৪৩৩ /
৯৯০৩০৪৭৩৮৮) কর্তৃক প্রকাশিত
এবং দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৫০০ টাকা

ISBN—

সেকাল একাল দুই পর্বে বিন্যস্ত দেশিবিদেশি স্মরণীয় পঁচিশটি ধ্রুপদী উপকথা নিয়ে এই বই, *উপকথা চিরন্তনী*। সেকালের কথা সবই প্রাচ্য দুনিয়ার, এবং গ্রন্থবদ্ধ। একালের প্রায় যাবতীয় কথাই ইয়োরোপ ভূখণ্ডের, সেখানকার নানা দেশের লোককথা-সংগ্রহ থেকে নানা জনের সংকলন, অনেক ক্ষেত্রে নাম হয়েছে সংকলয়িতারই নামে, যেমন পেরো বা গ্রিমের উপকথা। আধুনিককালে লোপ পেতে বসা আঞ্চলিক লোকপ্রত্নের সামবায়িক যত্নোদ্ধার শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে লোককথাও একটি। ইয়োরোপীয় এই প্রচেষ্টা উপনিবেশের দেশেও প্রসার হয়ে এসেছিল, সেই সূত্রে বাংলা উপকথাও এখানে সংস্থান করা গেল।

রামায়ণ মহাভারত শাহনামার মতো মহাকাব্য যেখানে আকর, তার গল্পগুলি নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। সেখানে মূল কাহিনীর সঙ্গে আরো গল্প যুক্ত হয়ে কাব্য স্ফীত করে তুলেছে। রামায়ণে রামকথাই মূল। আশ্চর্যভাবে আবির্ভূতা কন্যার বিবাহের জন্য বহনসাধ্যাতীত শিবধনুতে জ্যা পরানোর শর্তে আয়োজিত ধনুর্যজ্ঞে সমাগত বীর রাজাদের স্তম্ভিত করে বালকের কন্যা জিতে নেওয়া প্রচলিত লোককথারই মতে। এমনকি মূল কাহিনীতে সুয়োরানী বিমাতার অসূয়ায় রাজপুত্রকে যে আসন্ন যৌবরাজ্য ফেলে বনবাসে যেতে হল সেও প্রচলিত উপকথারই মোটিফ। মহাভারতের মূল কাহিনী কুরুপাণ্ডবের বিরোধ ও বিগ্রহ, কিন্তু সে হল ভারতপুরাণ বা ভারতসংহিতা, বহুদিন ধরে তার সুনিবদ্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে, অজস্র তরোবেতরো কাহিনী এসে যুক্ত হয়েছে সেখানে। অগস্ত্যের কথা এমনই একটি। তিনি মস্ত ঋষি, ধনুর্ধর অস্ত্রবিদ। সুপক্ক ছগরূপী রাক্ষসকে উদরেই জীর্ণ করে দিতে, সমুচ্চ পর্বতশির নামিয়ে দিতে পারেন এক কথায়, আবার তিনি তমিল ব্যাকরণেরও রচয়িতা।

কুরুপাণ্ডব কাহিনীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ তাদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে তিনি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সদ্যোজাত শিশু সামান্যজনের হাতে উদ্ধার পেয়ে সামান্য ঘরে লালিত হয়ে পরিণামে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর রাজা হয়ে উঠলেন, এমন কিংবদন্তি পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত আছে। কর্ণ মহাভারতে তেমনই চরিত্র, মহাভারতে তিনি অনন্য ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। শাহনামা প্রাক্ইসলামী প্রাচীন জরখুশ্ত্রী রাজাদের ধারাবাহিক বিবরণ, অহ্রিমান আর ওরদ্জস্যু তাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু সে বিবরণের কোনো ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ নেই। মহাকাব্যেই তাঁরা লোকপ্রচল থেকে স্থায়ী চিরন্তনতা লাভ করেছেন।

মহাকাব্যের পরে আসে পুরাণের কথা। সে তো সবই পুরোনো দিনের গল্পকথা, কিন্তু সবই তারা ভক্তিপ্রবণ ধর্মকথা। বিষ্ণুপুরাণের পর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুরাণের সংখ্যাই বেশি। বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব বা প্রহ্লাদের কথা সারা দেশেই সুপরিচিত। বৌদ্ধ জাতক বা অবদানের কথাগুলিও বুদ্ধপ্রাণিত ধর্মকথা। বুদ্ধ দেহধারণ করে পৃথক্ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেও হিন্দুধর্মের অবতার রূপে আত্তীকৃত হয়েছেন। সেই অর্থে জাতক অবদানের কথাও পুরাণ কথা। পঞ্চতন্ত্র সে ক্ষেত্রে পশুপ্রাণীর জীবনাবলম্বনে লেখা নীতিকথা বা কূটনীতি উপদেশের কথা। প্রতিটি ভারতীয় এবং বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে পঞ্চতন্ত্র। মূল গল্পের চেয়েও অন্তর্গত অনেকানেক উপাদেয় গল্পের আর এর মাকিয়াভেলীয় কূটনীতি উপদেশের কারণে। ভারতবর্ষকে বলা হয় আবিশ্ব গল্পের জননী। আমাদের যাবতীয় গল্পের স্রষ্টা বা উদ্ভাবয়িতা বলা হয় কৈলাসপতি শিবকে যাঁর নিবাসটিও কল্পবৃক্ষের কাঠে তৈরি। প্রাচীন পৈশাচী প্রাকৃতে লেখা বড্ডকহা বা বৃহৎকথার সূচনায় আছে পার্বতীকে গল্প বলার নির্বন্ধেই সে সব গল্প রচিত হয়েছিল, মর্ত্যে তা প্রচার করেন গুণাঢ্য। সব কথা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। করেছেন তার এক সপ্তমাংশ লেখা। সে বইও লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তার সামান্যাংশ মাত্র

সংস্কৃতে লিখে তুলেছেন কাশ্মীরের সোমদেব ভট্ট 'কথাসারিৎসাগর' নাম দিয়ে। *Ocean of Storier*-নামে বৃহত্তম গল্প সংকলন হিসাবে তা বিশ্ববিদিত হয়ে আছে। রাজা বিক্রমাদিত্য বলয়ের বেতাল এবং সিংহাসনের পাদবেদীতে ক্ষোদিত পুত্তলিদের ৫৭টি গল্প ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পমালা। বাংলা গদ্যলেখার সূত্রপাতও হয়েছিল এই দুই বই দিয়ে।

অল্‌ফ্‌ লায়লা ওয়া লায়লা হাজার এক রজনীর গল্প। কিন্তু গল্পসংখ্যা হাজারের অর্ধেকেরও অনেক কম। ফারসীতে হাজার আফসানা বা বাংলায় আরব্য রজনী নাম নিলেও পারস্য আরব মিসর আর ভারতের বহুতর লোককথার সংগ্রহ। চতুর্দশ শতকের সিরীয়াক পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে আঁতোয়াঁ গালাঁ অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় এর ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং সেখান থেকে ইংরেজি ও ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এর দ্রুত প্রসার হয়। বাংলায় এর অনুবাদ হয় ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি। ১৯৮৪ সালে মুহসিন মাহদী একই সিরীয়াক পুঁথি অবলম্বনে এর প্রামাণ্য সুবিচারী পাঠ প্রস্তুত করেন। তার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন হুসায়িন হদ্দবি ১৯৯০ সালে। সাসানীয় রাজা শাহরিয়ার অবশ্য ভারতেই বাস করেছেন গঙ্গা পার হয়ে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর দেশাধিকার নিয়ে।

প্রাচ্যভূমিতেই এখানে সেকালের সীমা দেওয়া হয়েছে। বাবিলনীয় গিলগামেশ মহাকাব্য বা গ্রীকোরোমান হোমার ভার্জিলের মহাকাব্য কিংবা ওভিদের মেটামরফোসিসের গল্প এখানে গ্রহণ করা হয় নি।

আধুনিককালে নবোদ্যমে নানা স্থানের লোকপ্রচলিত উপকথা আহরণ ও প্রকাশের শুরু হল। সে সবই বিচ্ছিন্ন ছোটো ছোটো গল্প। ব্যতিক্রম কেবল প্রথম ইংরেজি গল্পটি। রাজা আর্থার ইতিহাসপূর্ব যুগের পৌরাণিক রোমান বংশোদ্ভূত রাজা। দ্বাদশ শতাব্দীর 'ব্রিটিশ রাজাদের' বিবরণে তাঁর কথা আছে। সেখান থেকে ফরাসী রোমান্স গাথায় তিনি বিচরণ করছেন গোল টেবিলের নাইটদের সহ। পঞ্চদশ

শতাব্দীর ইংরেজি *Morte Darthur* বইয়ে গদ্যকাহিনীগুলিকে একত্র করে আর্থারের মৃত্যু এবং গোলটেবিল ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত বিস্তার করেছেন টমাস ম্যালরি। এরপরে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর শার্ল পেরোর ফরাসী উপকথা যা দিয়ে এপর্বের নতুন উপকথার রীতিমতো শুরু। জার্মান দু ভাই গ্রিমেব ঘরোয়া উপকথা এবং ড্যানিশ আন্নেরসেনের গল্প পুনর্বয়ন হিসাবে অথবা স্বমহিমভবে ওই ধ্রুপদী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। আইরিশ কবি উইলিয়াম বটলার ইয়েট্স্ সংকলিত আইরিশ-দের উপকথা তাঁর কবিতারও পশ্চাৎভূমি। রুশ উপকথা সংগ্রাহক আফানাসিয়েভ হস্তক্ষেপ না করে যথাযথ সংগ্রহটিকে টীকা-ভাষ্য সহ রক্ষা করার পক্ষপাতী। ইতালো কালভিনোর ১৯৫৬র 'ইতালীয় উপকথা' (অনুবাদ ১৯৮০) আমাদের প্রকল্পের শেষ লেখা। কোম্পানির সুশিক্ষিত আমলারা ভারতের নানা স্থানে নিযুক্তি লাভ করে স্থানীয় উপকথা সংগ্রহেও প্রবৃত্ত হন। এঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন আর সি টেম্পল পাঞ্জাব নোট্স্ অ্যান্ড কোয়েরিজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পাঞ্জাবী উপকথা প্রকাশ করেন। লালবিহারী দে-র 'ফোক্ টেল্স্ অফ বেঙ্গলে'র প্রবর্তনা তাঁরই। লালবিহারী বই তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পটনা, জুলাই ২০২৪

সূচীপত্র

গোড়ার কথা	...	৫

সেকালের কথা

রতন ডাকাত (কবিতা)	...	১৫
রামায়ণ কথা		
রত্নাকর দস্যুর কথা	...	১৬
বাল্মীকি	...	২০
রামচন্দ্রের পূর্বকথা	...	২৩
গঙ্গাবতরণ	...	২৫
মিথিলার পথে রাম: সমুদ্রমন্থন	...	২৭
অহল্যা উদ্ধার	...	২৮
ধনুর্যজ্ঞ	...	২৯
সীতাবিবাহ	...	৩২
মহাভারত কথা		
অগস্ত্য পুরাণ	...	৩৫
অগস্ত্যবিবাহ, ইল্বল বাতাপির কাহিনী	...	৪১
কর্ণচরিত	...	৪৩

পুরাণের কথা
ধ্রুব ... ৫২
জাতক কথা
তিলমুষ্টি জাতক ... ৬৭
বাবেরু জাতক ... ৭২
পঞ্চতন্ত্র
অমরশক্তির কথা ... ৭৬
করটক দমনকের কথা ... ৭৯
বৃহৎ কথা
গুণাঢ্য ... ১০৩
কী করে এত কথা এল ... ১০৩
পুষ্পদন্ত ... ১০৫
মাল্যবান ... ১০৮
বেতাল-পঞ্চবিংশতি
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বেতাল ... ১১৪
বত্রিশ পুত্তলিকা
বত্রিশ পুত্তলি ও রাজা ভোজ ... ১২২
আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা বা
আরব্য উপন্যাসের কথা
রাজা শাহরিয়ার আর উজীরকন্যা শাহরজাদ ... ১৩২
গাধা আর বলদের গল্প ... ১৩৪
ব্যবসায়ী আর তাঁর বউয়ের কথা ... ১৩৬
সদাগর আর দানব ... ১৪১
শাহনামা: আবুল কাসিম মনসুর/ফিরদৌসি
জোহাক আর ফরিদুনের গল্প ... ১৪৪

একালের কথা

জয়দেব কবি (কবিতা)	...	১৬৫
দুই অসির নাইট, বালিন	...	১৬৬
নীল দাড়িয়াল	...	১৯৭
একটা ছেলে যে ভয় কী জিনিস শিখতে গিয়েছিল	...	২০৬
হান্‌সেল আর গ্রেটেল	...	২২২
সবুজ পোশাকের ছেলে আর তিন ডাইনী	...	২৩৫
সোনালি মাছের কথা	...	২৫১
জিয়ারয়েধ ইয়ার্লার জাদু	...	২৫৮
ছোটো পাখির গল্প	...	২৬৩
চন্দ্রচূড় রাজপুত্র	...	২৬৭
মিলান শহরের এক বণিকপুত্র	...	২৮২
রয়ানি	...	৩০১
আমার জীবনের সত্য কাহিনী	...	৩০২
ভগবান সত্য দেখতে পান কিন্তু অপেক্ষা করেন	...	৩৩৩
পরিচায়িকা	...	৩৪৬

সেকালের কথা

রতন ডাকাত

মুনি ব'নে গেছে রতন ডাকাত দেবতার বর পেয়ে,
ইয়া বড়ো ফাঁদ পেতেছে এবারে সাতটা মুলুক ছেয়ে।
ধরা পড়ে গেল রাজা রানী মিলে রাজপুরী দাসদাসী—
ফাঁদ তোলে আর টাকা পড়ে রাশি রাশি!

বনে যায় দুয়ো মায়ের দু ভাই, কনে বৌ চলে সাথে,
"জয় রাম" ব'লে গেছো হনুমান পিছু নেয় দিনেরাতে—
লাফিয়ে ওঠে সে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বগলদাবায় ভানু,
বেজাত রাজার মটুক উড়িয়ে হাসে—বেটা মহা ঝানু!

লাগ্ লাগ্ ভেল-ভেলকির খেলা—টাকা পড়ে কাঁড়ি কাঁড়ি,
জটা পড়ে চুলে, ঝোপ হয়ে ওঠে দাড়ি।
"জয় রাম!" ব'লে খোল বেজে যায়, নেচে ওঠে যেই শোনে।
গেল কত দিন। দুটো ছেলে বসে গায় তবু এক কোণে।

"তোরা কারা!" ও মা! জানো না? সেই যে মুনিঠাকুরের চেলা!
তিনি নেই বলে গাইব কি গান অমনি বেগারঠেলা?
"কে ঠাকুর?" ও মা! সেই বেরোলেন উইঢিবি ফালা ক'রে!
তাঁরই গান গাই, পয়সা যা পাই তুলে রাখি পালা ক'রে।